বালক জানে না

সুব্রত চক্রবর্তী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬০

রুমীন ও রুদ্রকে

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কবির ঘর-গেরস্থালি

ঐ দ্যাখো কবির বাড়ি—কবি তো সন্ন্যাসী নয়,
ওর ঘর-গেরস্থালি আছে।
আছে ন্যুব্জ বাবা তার; বারান্দার সামান্য রোদ্দুরে
ঐ দ্যাখো উনি বসে,
চোখে ঘুম,
হাত-থেকে-খসে-পড়া গুড়গুড়ির নলে
লাল-পিঁপড়ে ঘুরে যায়; বারান্দায় ঐ তো রোদ্দুরে
শালিক-পাখিরা আসে,
তাই দেখে তালি দেয়, হাসে
কবির প্রথম মেয়ে,
কাল রাত্রে পরী দেখেছিলো।

কবি-পত্নী রোগা, তবে ঘন-চোখে, সারা মুখে সরের মতন
মমতা ছড়িয়ে আছে;
কবি তা'কে ভালোবাসে খুব—
কবি তা'কে এনে দেয় বেল-ফুল, এনে দেয় চুড়ি
সাঁওতালী মেলা থেকে;
তা'কে নিয়ে বাড়ির উঠানে
বেল-চারা পুঁতে দেয়। স্ত্রীর ইচ্ছে, আগামী বর্ষায়
ফুলে-ফুলে ছেয়ে যাক বাড়ি।

কবি তো সন্ন্যাসী নয়, ঘর-গেরস্থালি করে,
টাটকা মাছ কেনে প্রতিদিন—
আর লক্ষ পচা-শব্দ, ক্ষুদে লাল-পিঁপড়ের মতন
কবির মগজ খুঁড়ে চলে যায় অন্ধকারে,
বেলা-অবেলায়॥

চলে যাচ্ছে

১.

চিত্রিত ফণাটি মেলে দীর্ঘদিন স্থির হয়ে আছো—
চাপা হিস্-হিস্ শব্দে ভরে যায় জীবনযাপন।

ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়; এটা সেটা ভেঙে ফেলি,
প্রিয় গৃহস্থালি
সরে যায় কিছু দূরে; ছেলেমেয়ে কোল থেকে অন্য কোলে
চলে যায়...
তোমার ফণার
ছায়ায় পেতেছি মাথা, দংশন করোনি আজো.
শুধু তীক্ষ্ণ হিস্-হিস্ শব্দে
জীবনযাপন ব্যেপে অন্ধকার নেমে আসে, হাত থেকে চলে যাচ্ছে সবই।

২.

আমার জীবনে আর কিছু নেই. শুধু এক বাদুড়ের ডানা
বারংবার কেঁপে ওঠে; আর ঠান্ডা. কর্কশ বাতাসে
ভরে যায় দিগ্বিদিক। খরখরে. দগ্ধপত্রন্যায়
আমার জীবনে আর কিছু নেই—এক লোল বাদুড়ের চোখ
আমার শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে সবকিছু.
জীবনের সব খুঁটিনাটি॥

দয়াময়ী বিবিজান

একটুখানি দয়া তোমার পেলাম বলে উঠলো ভেসে
মৃত-মাছের ডুবন্ত আঁশ, মৃত-মাছের চক্ষু দু'টি
শরীরময়! দয়া তোমার পেলাম, তাইতো এই অবেলা
পড়লো ভেঙে। চতুর্দিকে, দুঃখী মানুষ উঠলো হেসে।

ঘুম থেকে যে ঘুমের দিকে সমস্তদিন আমার চলা...
বুকে আমার শুকিয়ে আছে ছেলেবেলার কৃতজ্ঞতা!
যৎসামান্য দয়া তোমার পেলাম বলে ঘুম ভেঙেছে—
দূর-বয়সের সহচরী, আজ জ্বলন্ত রজস্বলা।

ছড়িয়ে যায় রুপোলি আঁশ, ফুঁসে উঠলো হলুদ পাতা..
তোমার দিকে ঝুঁকেছিলাম, যখন ছিলে অন্য মনে—
আর সহসা চোখে তোমার দেখেছিলাম নির্বাসন!
জীবনব্যাপী দয়া তোমার—যাবজ্জীবন দণ্ডদাতা॥

দুই জীবন

একটা জীবন ভাঙতে-ভাঙতে অন্য জীবন গড়তে থাকি,
এক জীবনের শূন্যতাকে অন্য জীবন ভরিয়ে তোলে,
একটা জীবন জবুথবু, অন্য জীবন হাওয়ায় দোলে—
একটা জীবন যেমন-তেমন, আরেক জীবন সাজিয়ে রাখি।

ফুলের শরীর ছিঁড়তে-ছিঁড়তে পেয়ে গেলাম ফুলের জমক;
ফুলের কঠিন বন্দিশালায় রোদ পড়েছে, পড়ছে ছায়া—
ঐ যে রোদে, ঐ যে ছায়ায়, দুইটি ফড়িং উড়ছে মায়ায়:
একটা ফড়িং ফুলের কান্তি, অন্য ফড়িং ফুলেরই শোক।

নদীর জলে হাত রেখেছি, নদী আমায় ক্ষমা করে:
নারীর দেহে হাত রেখেছি, নারী আমায় ক্ষমা করে—
জলের স্পর্শে, নারীর স্পর্শে দুইটি জীবন পুণ্যে ভরা:
একটা জীবন নিদ্রাহারা, অন্য জীবন ঘুমের ঘোরে।

একটা জীবন এলোমেলো, অন্য জীবন গুছিয়ে রাখি;
ঐ যে জীবন বহির্মুখী, এই জীবনে ঘরের টান—
ফুলেব শান্ত বন্দিশালায় সারা জীবন ভ্রাম্যমাণ...
একটা জীবন ভাঙতে-ভাঙতে আরেক জীবন গড়ছি না কি!

শিশুটি জানে না

উজ্জ্বল শিশুটি, একা, কাগজের নৌকাখানি ভাসিয়েছে জলে:
শুধু এই দৃশ্য দেখে জবুথবু কঠিন বয়স .·
জলের কল্লোল শব্দে ভরে যায়। সাবলীল জলের রেখায়
কেঁপে ওঠে সব কিছু—নীরবতা, সুখ-দুঃখ, দূরদূরান্তর…

কাগজের নৌকাখানি অন্ধকারে ডুবে যায়: শিশুটি এখন
ঘুমিয়ে রয়েছে ঐ…ঘুমন্ত বুকের কাছে
মুখ এনে, সহসা শুনেছি
মাল্লার বিরহগান, দাঁড়ের সজল শব্দ—জ্বলন্ত গলুই
ভেসে যাচ্ছে রক্তস্রোতে…
রক্তের কল্লোল শব্দে জেগে আছে মধ্যরাত, শিশুটি জানে না॥

শনাক্তকরণ

মানুষ বাঁচে না দুঃখে, মানুষ বাঁচে না সুখে, সুখ-দুঃখহীন
মানুষের বেঁচে থাকা; কাজে ও অকাজে তার শুধু বেঁচে থাকা–
মানুষের ময়লা মুখে শেকলের অভিভূত আড়াআড়ি দাগ,
মানুষের মাথা থেকে উড়ে যায় উঁকিঝুঁকি, উৎকলিত কথা

আজীবন। নিস্তরঙ্গ জল শুধু ছুঁয়ে থাকে মানুষের হাত:
ঐ হাতে অভিমান, ঐ হাতে মোহ্যমান কনক-অঞ্জলি।
জন্মের সোনালী হাঁস ঐ হাত থেকে খুঁটে খায় নষ্টবীজ—
সমস্ত শরীর জুড়ে ফুলে থাকে খুঁতো দাগ; হলুদ সংবিৎ

এই তার দায়মূল, এই তার অনিদান, শনাক্তকরণ...
কিংবা স্মৃতিহারা কোনো ক্ষতচিহ্ন ঢাকে ঠাণ্ডা হাত!
এভাবেই বেঁচে থাকে...শেকলের নিশ্চেতন আড়াআড়ি ছায়া
সারা মুখে; হাত থেকে, জন্মের সোনালী হাঁস খায় নষ্ট বীজ।

মধ্যবয়সের রাত্রি

রাত কত! চারিদিকে কম্পমান পাতার মর্মরে
গাছের গভীর দুঃখ সাড়া দেয়।...মৃত্যুহীন, জন্মান্তরহীন
একটি ধূসর মথ্ বসে থাকে নিঃসঙ্গ টেবিলে।
স্বপ্নের নিষ্পন্ন শিশু ঘুমিয়ে রয়েছে পাশে;
ওর বুকে হাত রাখি,
টের পাই আরতি ও রক্ত চলাচল...
আর দূরে, আলোকিত মাঠ থেকে মৃত শিশু ডাকে, তা'র
দু'টি চোখে পাথরের টান।

রাতের নিসর্গ থেকে ঝ'রে যায় নষ্টবীজ,
ঝ'রে যায় শামকূট পাখির পালক।
স্বপ্ন থেকে, পরিত্রাণ থেকে
শৈশবের চিরবৃষ্টি সারারাত ঝ'রে যায় ক্ষয়া-মোমে,
মলিন টেবিলে।

নিস্পন্দ মথের কাছে আড়াআড়ি দু'টি হাত:
রাত কত!
চারিদিকে পাতার মর্মরে
গাছের গভীর শান্তি সাড়া দেয়; দূরে
স্মৃতিফলকের কাছে উদাসীন শঙ্খ বাজে,
উড়ে যায় ঠাণ্ডা, শাদা চাঁদ।

হাত

মৃৎপাত্র ভেঙেছিলে—আজ চূর্ণ কারুকার্য থেকে
ঝ'রে যায় দুঃখরাশি, ঝ'রে যায় স্পর্শ আঙুলের;
কবেকার ঠাণ্ডা জল আজ এসে ধুয়েছে দু' চোখ,
কবেকার ঠাণ্ডা হাত আজ এসে নির্জন ফুলের
বাগানে ওড়ায় ধুলো, শুকনো পাতা, পরিত্যক্ত বীজ।

অবসাদ ছুঁয়ে থাকে শরীরের প্রান্তদেশ; উদাস কবরে
ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দ হয়, অন্ধকারে হেমবর্ণ হাত
পাথরে-পাথরে খোঁজে কি যে খোঁজে!...অপরাহ্ণে, জ্বরে
কপালে রেখেছো হাত। ঐ হাতে একদিন তুমি
মৃৎপাত্র ভেঙেছিলে! আজ, চূর্ণ কারুকার্য থেকে
কবেকার ঠাণ্ডা জল ঝ'রে যায়, ধুয়ে দেয় চোখ:
তৃণের আগুনে আজ, কবেকার ঠাণ্ডা হাত, নিলে তুমি সেঁকে॥

বালিকা

১.

বৃষ্টির ভেতরে ঐ ধবল পোষাক পরে বালিকার ছুটে যাওয়া
আমাকে এমন
নিঃসঙ্গ করেছে।...চেয়ে দেখি তুমুল বৃষ্টিতে
স্তব্ধ বাড়ি, জবাগাছ, ঘুমন্ত কবর--

অনন্ত বৃষ্টিতে ভেজে দিগ্‌বলয়, লাল পথ, প্রসারিত হাত;
একটি মহিষ ভেজে, সমাধিফলক ভেজে।...আর ঐ বৃষ্টির ভেতরে
চকিত পাখির মতো—দূর থেকে আরো দূরে—
উড়ে যায় শৈশবের ধবল পোষাক।

২.

বালিকা তা'র দুঃখে আছে, বালিকা তা'র সুখে
মধ্যরাতে বালিকা তা'র নিদ্রাহারা বুকে
মুখ রেখেছে; ঘুমে তখন চোখ জড়িয়ে আসে...
একটি-দু'টি পাখি ওড়ে বুকের আশেপাশে।
কেউ কি জানে ঐ মানুষের বুকে দারুণ খরা—
বালিকা তাই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়ে ঝরে!

লাল বল

টানা বারান্দার নিচে গড়িয়ে এসেছে লাল বল।
কা'র বল! কোন শিশু খেলা করে! জানে না কি শিশু
এখানে কবর শুধু—অন্ধকারে তৃষ্ণা, অভিলাষ:
কবরের ঠাস মাটি ধসে পড়ে। এই দণ্ডস্থানে
নেই তৃণ, দায়ভাগ নেই কোনো খিন্ন দৃষ্টিপাত...
কেবল পাথর আছে, পাথরের তদারকি আছে :
বশীভূত হ'য়ে আছে— পাথরে রাখে নি কেউ ফুল
বহুদিন—দু'টি হাত ছুঁয়ে আছে ছায়া ও অক্ষর...
আর নখঘর্ষণের শব্দ হয় সারাদিনমান,
ঠাণ্ডা, নখঘর্ষণের শব্দ হয় সারাদিনমান।
আজ ফাঁসা অপরাহ্ণে গড়িয়ে এসেছে লাল বল
টানা বারান্দার নিচে। কা'র বল? কোন শিশু খেলে
এইখানে! সে কি জানে, এইখানে, পাথরের নিচে
দীর্ঘ হাত টেনে নেবে ঐ বল, টেনে নেবে ওকে!

দুঃখিত মানুষ

সুখী মানুষের কাছে রাতজাগা দুঃখিত মানুষ
চিঠি লেখে;
পুরোনো চিঠির বাক্সে মুখ গুঁজে টের পায় সে
কালির ধোঁয়াটে গন্ধ, অক্ষরের ঠাণ্ডা, কালো জিব-
কবেকার আঙুলের স্পর্শ আর রহস্যের নিচে
কম্পমান দুটি চোখ! দুঃখিত মানুষ—একা—
সারারাত ভেঙেচুরে যায়।

সুখী মানুষের সঙ্গে ভাঙাচোরা দুঃখিত মানুষ
কথা বলে,
মনে-মনে।...কবেকার বর্ণময় ঘোমটাখানি তুলে,
চেয়ে দ্যাখে কিছু নেই, অন্ধকার! দগ্ধপত্রন্যায়
পুরোনো চিঠির বাক্সে মুখ রেখে দুঃখিত মানুষ
বিনষ্ট ফলের গন্ধ টেনে নিলো—
চোখে মুখে ঝুলে থাকে কাগজের আঁশ॥

খেলা

উজ্জ্বল হলুদ আলো—চারিদিকে লম্বা, টানা কাঠের গ্যালারি
ফাঁপা, গোল পায়ের আওয়াজে জাগে; এই মাঠে—অনন্ত প্রান্তরে
খেলা শুরু হয়ে যায়; হাড়ে তৈরী ঢ্যাঙা গোলপোস্ট
রাতের বাতাসে নড়ে—খট্ খট্ শব্দ হয়; মানুষ-রেফারি
চাকাওলা জুতো প'রে এদিকে-ওদিকে যায়, বাজায় হুইশ্‌ল্।
কাঠের গ্যালারি থেকে হো-হো, হা-হা শব্দ আসে, ঠাণ্ডা কোলাহল।

হলুদ আলোয় আজ এই মাঠ ভরে গেছে, নেমে এলো নক্ষত্র ও চাঁদ;
গ্যালারির পেট থেকে উঠে আসে রোমহীন ইঁদুরের মাথা...
পরস্পর দেখা হলে মানুষ যেমন করে, অবিকল তারই সমর্থনে
দুটি ইঁদুরের মাথা ঠোকাঠুকি করে নেয়—ঢুকে যায় গ্যালারির পেটে।
অসংখ্য খেলুড়ে আর অসংখ্য ফুটবল আজ, ভরে আছে অনন্ত প্রান্তর—
মানুষ-রেফারি, বেঁটে, লম্বা, রণপায়ে, দ্রুত, ছুটে যায়, দোলায় নির্দেশ।

লৌকিক নির্দেশ এই মানুষের—আজ, এই চূড়ান্ত খেলায়
ভাসমান শাদা দাঁত তর্জনীর নখে খুঁটে বলেছিলো, 'লাস্ট ওয়ার্নিং';
কর্কশ পাথর ছুঁড়ে হো-হো, হি-হি হাস্য করে কাঠের গ্যালারি—
ও হাড়ের গোলপোস্ট, ঐ, রাতের বাতাসে নড়ে, গিলে খায় চ্যাপ্টা ফুটবল।

টানা বাঁশি, উঠে চলে যায় চাঁদ, নক্ষত্রও চলে যায়; নিস্তব্ধ গ্যালারি
ছুঁয়ে পড়ে আছে রোদ—নিভে গেছে সমস্ত হলুদ
আলো, আর শব্দহীন এই মাঠ ভরে গেছে সকালের রোদে...
শক্ত, খাড়া গোলপোস্টে ফড়িং বসেছে ঐ—শাদা দাগ,
সুনিশ্চিত বসেছিলো কাক।
কোথাও মানুষ নেই, নির্দেশ-সংকেত নেই—শুধু পড়ে ছিলো
তার বাঁকা তর্জনীর শান্ত নখ এইখানে, এইমাত্র ইঁদুরে খেয়েছে।

বই

দুঃখের দিনের সাথী, শাদা বই, তুমি স্তব্ধ কাঠের টেবিলে
আরো গাঢ় স্তব্ধতায় মিশে আছো। পাশে, ঐ জানালায়, নিশীথকালীন
তীব্র জবা ফুটে থাকে; আর শান্ত পাতার মর্মরে,
যা'রা চলে গেছে দূরে, ঐ সব মানুষের ঠাণ্ডা অভিলাষ
ভেসে আসে।...এ সব জানো না তুমি, শাদা বই, চিরজায়মান
কাঠের টেবিল থেকে সারারাত বেড়ে ওঠো চারিদিকে।
মরমানুষের
ঘুমন্ত শরীর থেকে শুষে নাও স্বপ্ন, প্রেম, স্বাধীনতা!...নিঃশব্দ সকালে
কালো মলাটের নিচে মানুষ পায়নি খুঁজে
অস্ত্রের আঘাতচিহ্ন, রক্তমাখা চুল।

দৃশ্য

১.

খামারে পড়েছে জ্যোৎস্না, বাঁশের লম্বাটে ছায়া
পড়ে আছে পাশে...
শুধু এই দৃশ্য দেখে অভিভূত একজন তস্কর
দাঁড়িয়ে পড়েছে আজ; শশব্যস্ত রোমশ ইঁদুর
অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে চলে যায়।...ওদিকে কবর

আলোছায়াময়: আর আলো-অন্ধকার ফুঁড়ে
প্রসারিত ঠাণ্ডা, শাদা হাত
ইলাহী খামার থেকে নিয়ে যায় মুষ্টিবদ্ধ চাল
প্রতিদিন: অলীক পাচার চলে সারারাত—দ্রুত, ক্রমাগত...

গৃহস্থ কি অতশত বোঝে! তার ঘুম ভাঙে কুকুরের ডাকে:
বাঁশের লম্বাটে ছায়া– জ্যোৎস্নালোকে পুড়ে যায়
বশীভূত চোরের কপাল।

২.

পাথরে উৎকীর্ণ নারী, হাতে তার পদ্মফুল, ঐ ফুলে বসেছে ভ্রমর
শুধু এই দৃশ্য দেখে একজন ভবঘুরে লোক
দাঁড়িয়ে পড়েছে আজ—পাথরের ঠাণ্ডা ছায়া
ছুঁয়ে থাকে তার পদনখ।

নামে সন্ধ্যা, সহসা বাতাস ওঠে, কালো চঞ্চল পাখায়
উড়ে যায় নিঃসঙ্গ ভ্রমর...
পাথরের ঠোঁট কাঁপে—কর্কশ পাথুরে হাত টেনে নেয় ওকে শক্ত
পাথরের বুকে।

আসে

শীতের বাতাস আজ ঘুরে যায় কক্ষে-কক্ষান্তরে, সারারাত।
স্মৃতি-বিস্মৃতির কাছে একা-একা জেগে আছি—
বেজে ওঠে বিশাল পিয়ানো...
কবেকার প্রিয় সুর শোনা যায়।
চঞ্চল আঙুলগুলি খেলে শাদা রিডে;
কেবল আঙুল দেখি
যেন স্বপ্নে
মায়াবী আলোয় যেন—
দেখি না শরীর...
মনেও পড়ে না আজ কি রকম চুল ছিল.
চোখ ছিল.
ঠোঁট তা'র ছিল কি জলের!
শুধু কক্ষ-কক্ষান্তরে গম্ গম্ শব্দ হয়,
রিড থেকে অন্য রিডে
লাফ দেয়
জ্বলন্ত আঙুল...

আর. ঐ দূর থেকে জ্যোৎস্না চিরে ভেসে আসে,
আলো-অন্ধকার ফুঁড়ে.
আরোহীবিহীন এক নিঃশব্দ ইয়ট্!

কাঠের টেবিল

স্তব্ধ, টানা, বসে আছি অন্ধকারে, দীর্ঘ, কালো টেবিলের পাশে।
টেবিলে ঝরে না রঙ, টেবিলে ফোটে না কোনো ফুল...
শুধু ঠাণ্ডা কাঠ; আর, করাতের খর শব্দে জেগে থাকে শান্ত মধ্যরাত।

মানুষের পাশাপাশি কাঠের জগৎ আছে,
আছে তা'র রূঢ় মসৃণতা...
আমাদের চোখেমুখে তা'র আঁশ লেগে থাকে,
তামাটে কাঠের গুঁড়ো লেগে থাকে চুলে।
কাঠের ভেতর দিয়ে রাতের বিশ্রাম যায়...
ভরে থাকে আমাদের দিন
আশ্চর্য ধূসর গন্ধে, আশ্চর্য ধূসর শব্দে—
শব্দগন্ধহীন
আলো অন্ধকারহীন—দ্রুত—পড়ন্ত সময় এসে বলে,
'স্তব্ধ বসে আছো
টেবিলের পাশে কেন? টেবিলে ঝরে না রঙ,
টেবিলে ফোটে না কোনো ফুল...'

শুধু ঠাণ্ডা কাঠ; আর করাতটানার শব্দে
থেমে আছে এই মধ্যরাত॥ •

যুবক

১.

নিঃসঙ্গ যুবক, তা'র করতলে রক্ততিল; জলের স্তব্ধতা
টের পেয়ে, মুখে তা'র সরে ছায়া! জলতলে হাত
রেখেছে সে—তির্যক সোনালি আলো ভেসে ওঠে
ছুঁয়ে থাকে সমস্ত শরীর...
একাকী যুবক, তা'কে জলতলে ডাকে ঐ রক্ততিল,
জল-নীলিমার মাঝে স্থির হতে বলে।

২.

তুমি কি উজ্জ্বল কোনো স্বপ্ন দেখে, জেগে উঠে, তা'র শান্ত স্মৃতির আড়ালে
দ্যাখো কালো মৃত্যুচিহ্ন!...সমুদ্রবাতাসহীন, স্থির, ঠান্ডা, কঠিন সৈকতে
টায়ারের দাগ; আর ভাঙা নৌকা, মরা মাছ, কর্কশ ঝিনুক
এইসব—ঐ দূরে, জলের কিনার ঘেঁষে শুয়ে আছে সেই
ভ্রমণবিলাসী যুবা, পদপ্রান্ত ছুঁয়ে তা'র ভাঙে খর ঢেউ।

টান-টান দু'টি হাত; ঐ দিকে চেয়ে থেকে, অকস্মাৎ, বেলা পড়ে আসে।
যতই বয়স বাড়ে, স্মৃতি থেকে আবাগা মানুষ
সমান্তরালের মতো সরে যায় কিছু দূরে।...বিস্মৃত জড়ুল
শরীরের এক কোণে পড়ে থাকে; লক্ষ ক'রে মানুষের হুঁশ
কি ভাবে উঠেছে জেগে, কি ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, আজীবন।
নিঃশব্দচরণে
এগুনী-মা কাছে আসে—মুখ তুলে, গভীর কুণ্ঠিত চোখে, ওকে বলে,
'কেমন আছিস?'

ধ্বংসস্তূপের কাছে গৃহনির্মাণের শব্দ যে-মানুষ শুনেছে, হলুদ
জলের কিনারে তা'র পদচিহ্ন পড়ে নেই।...ওষ্ঠপ্রান্তে বিষ
চল্‌কে ওঠে—বলেছে সে, 'এগুনী-মা, তোমার আগুন
ফিরিয়ে নাও নি কেন? আজ নেবে?'
প্রসারিত কম্পমান হাত
চেপে ধরলে শীর্ণ কব্‌জি, মোহ্যমান জলের উপমা থেকে জল
সরলরেখার মতো ঝ'রে যায়;
সমস্ত অতীত ব্যেপে শুরু হয় অবিশ্রান্ত জলের আঘাত।

হরিণশিশু

উজ্জ্বল হরিণশিশু বেগার্ত জলের দিকে বাড়িয়েছে জিব
টান-টান।...মানুষ দ্যাখে নি আজো ও জানে না হরিণের টানে
মানুষের অভিলাষ জেগে থাকে অন্ধকারে, ভোরের আলোয়।

ওর বোন জেনেছিলো। আহারবিলাসী কোনো মানুষের সম্ভ্রান্ত জিহ্বায়
তা'র পোড়া স্বাদগন্ধ ঝরেছিলো একদিন হেমন্তনিশীথে;
মাংসভুক মানুষের কঠিন দাঁতের ধারে ছিঁড়েছিলো তা'র দীপ্যমান
শরীরের তন্তুগুলি।...তৃষ্ণায়, জলের দিকে বাড়িয়েছে টানটান জিব
ভাস্বর হরিণশিশু।--

সহসা মর্মরশব্দে দীর্ঘ চোখ মেলে দ্যাখে
জীবনের প্রথম মানুষ
ওর দিকে চেয়ে আছে! মানুষের দিকে চেয়ে পিপাসু হরিণশিশু
ডেকে ওঠে, 'বাঃ'।

পাথর

পাথরে রক্তের দাগ, ঐ রক্ত সূর্যাস্ত দেখেছে।
ক্রমে অন্ধকার হয়, সারারাত শিশিরপতনে
রক্তচ্ছাপ মুছে যায়।...আর শান্ত ঝুঁঝকিবেলায়
নির্মল পাথরে বসে শাদা মথ।—চলে যাচ্ছে সাঁওতাল-দম্পতি,
রোপণকালীন গান ওরা গায় দুঃখসুখসাধে।

বিবিজান

কপালে সিন্দুর-টিপ—বসে আছো সমুদ্র-বাতাসে
ধাতুর মূর্তির মতো; বিবিজান, তোমার নূপুর
অনিকেত নোনাজলে ডুবে আছে। শৃংখলের পাশে
রাত্রির সিন্ধুর

গান! আর ভবঘুরে পাখি একা দীন
অন্ধকারে ডাকে ঐ—অন্ধকারে চাঁদ নেমে আসে
জলস্রোতে; ভেসে ওঠে উজ্জ্বল কফিন—
কালো-নৌকা আড়াআড়ি ভাসে।

এক ঝাঁক নীল-মাছি উড়ে এলো। সমুদ্রের শোক,
সমুদ্রের সব সৌখিনতা,
টের পেয়ে থেমে গেছে ওদের দু' চোখ।

নিভন্ত চিতার
ছাই ওড়ে, অগ্নিকণা—মৃতের সম্বল!

ফেনাময় নোনাজলে চরণ ডুবিয়ে তুমি বসে আছো স্থির
ধাতুর মূর্তির মতো—এমন ঝল্‌মল্‌
বিবিজান, তোমার শরীর।

প্রতীক্ষা

১.

গ্রীষ্মের বিকেল দীর্ঘ, পাথরের নিচে
রেখেছি তোমার চটি; স্মৃতির ভেতরে দেখি তুমি, প্রিয়, শীতের বাগানে
উজ্জ্বল চপ্পল রেখে চলে গেছ! ...ফিরে আসতে' পার,
এই ভেবে যায় ঋতু। আজ দীর্ঘ গ্রীষ্মের বিকেলে, প্রিয়, পাথরের নিচে
তোমার নিস্তব্ধ চটি পুড়ে যায়--
পাথরের পরপারে ওঠে ফাঁপা চাঁদ।

২.

যাকে ডাকো, সাড়া দেয়! আধ-পোড়া দহন. বেলায়
নিঃশব্দচরণে সে কি চলে গেছে! চৈত্রের বাতাসে
শুকনো-পাতা ঝরে যায়। সারারাত. পাতার মর্মরে
জেগে থাকো; সারারাত চেয়ে দেখো কঠিন আকাশে
ওড়ে ছাই—জ্বলন্ত পাথর খাড়া দ্রুত নেমে আসে।
শশস্বরে
তোমাকেও কেউ ডাকে! ডাকে নাকি!...দহন বেলায়
কেউ নেই; সে কি তবে আগুনের অন্ধকারে চলে গেছে!
পাতার মর্মরে
জেগে ওঠো—নিঃশব্দচরণে তুমি একা হাঁটো টানা বারান্দায়।

প্রণাম

স্তব্ধ মানুষের সামনে বারবার যেতে হয়; বেলা পড়ে আসে...
রঙের প্রতিমা থেকে অতি ধীরে মরে যায় রঙ।
মলিন কাঠের প্রান্ত দেখা যায়—হিম কালো। স্তব্ধ মানুষের
খোলা বুকে দিনান্তের শুদ্ধ আলো ঝ'রে পড়ে।
চারিদিকে অন্ধ, লোল সঙ্

ঠান্ডা খর, এঁধো জলে দীর্ঘ পায়ে নাচে; আর শব্দহীন, দ্রুত
রুপোলী মাছে ঝাঁক কুরে খায় পদতল! বর্ণময় ওদের বিশাল
পাতার মুকুট থেকে দিগ্বিদিকে ওড়ে পাতা, পাখির পালক...
ঘুরন্ত ঘাগরার নিচে আন্দোলিত ঘাগী উরু!
অন্ধকারে লাল

কেন্দ্রবিন্দু ছুটে আসে। ধূসর সম্বিৎ এসে ঐ লাল কেন্দ্রবিন্দু থেকে
হাত ধরে নিয়ে যায় পাথরের পরপারে; ঠান্ডা ছায়া...ধীরে,
স্তব্ধ মানুষের কাছে হেঁটে যাই।—
দিনান্তের শুদ্ধ আলো তাঁর বুকে...
স্পর্শকাতরতা,
আঙুলের প্রান্ত থেকে শরীরে ছড়িয়ে যায়, মায়াময় শরীরে শরীরে।

বন্ধুর মৃত্যু

দুঃখহীন, সুখহীন—অগ্নিপরিমণ্ডলের কাছে
যেন সে কোথাও আছে; মনে হয়, যেন সে আবার
কাঁধে হাত রেখে বলবে: কি খবর, কেমন আছেন?
অনেক ফুলের নিচে ঠাণ্ডা, শাদা ঐ দু'টি হাত
এখন রয়েছে ছুঁয়ে স্বপ্নহীন কম্পাসের কাঁটা...
জীবন্ত শঙ্খের শুঁড় বুক থেকে শুষে নিলো শ্বাস।

স্মৃতি-বিস্মৃতির কাছে শুকনো, খর পাতার মর্মর—
নিঃশব্দ জলের টানে ভেসে গেলে নষ্ট, ম্লান ফুল
আগুনের পরপারে, অন্ধকারে, মানুষের মুখ
জলস্রোতে ভেসে যায়...যেন এক স্থিরদৃশ্য এই
ভেসে-যাওয়া! সেও ছেড়ে যায় সব—পিছুটান ছিল,
টানা ও পোড়েন ছিল, স্মৃতি ছিল, দুঃখসুখসাধ,
মানুষেরই মতো। আজ, সব নিয়ে, চলে যায় সে
আগুনের স্তব্ধতায়। ভোর হলো স্তব্ধতার কাছে॥

প্রেম

শিবানীর প্রেম এসে ছুঁয়েছিলো শিবানীর মাকে
একদিন। শিবানীর মা কি জানে এই কথা, শিবানী কি জানে!
উজ্জ্বল শাড়ির পাড়ে লেগে আছে অভ্রকণা—শিবানীর মা
একা-একা হেঁটে যান নিচু চোখে; আর দূরে, ধবল শামপানে

শিবানী ভ্রমণ করে। দীর্ঘ, খর, চেরা জিভে চেটে খায়
কুয়াশার জল...
এই তা'র ভালবাসা, এই তা'র তৃষ্ণা-নিবারণ।
শিবানীর মা কি জানে অতশত!...চিবুকের নিচে,
শিথিল খোঁপায় তা'র কুয়াশা নিবিড় হয়,
উজ্জ্বল শাড়ির পাড়ে ঝ'লে অভ্রকণা।

কবির শরীর

শাদা কুসুমের ম্লান ঠাণ্ডা অন্তরালে
মানুষের ছায়া পড়ে, স্পর্শ করে কবির শরীর;
শব্দের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বড় দীর্ঘ পথে তিনি চলে যান—
উপমাবিহীন
ঐ যাত্রা একা-একা, ঐ যাত্রা দীপ্তির আঁধারে।

ফুলের খর্খর শব্দে চেয়ে দেখি অপরূপ শান্ত দু'টি হাত
জলের প্রবাহে আজ ভাসিয়েছে জলের প্রবাহ,
ধাতুর গৌরবে আজ রেখে যায় ধাতুর গৌরব,
শব্দের অনিন্দ্য পায়ে পরিয়েছে নিঃশব্দ নূপুর!

কে তাঁকে ডেকেছে আজ! প্রতিধ্বনি! হলুদ জড়তা!
না কি কোনো রক্তচ্ছায়া! নীলিমার পুরোনো পাথর!
ঠাণ্ডা শাদা কুসুমের অন্ধকারে কান্তিমান কবির শরীরে
মানুষের ছায়া পড়ে—কবির শরীর ঘিরে
শব্দহীন ছায়ার সঞ্চার।

একা

১.

ভিতরে টান, বাহিরে টান—খেলা যখন সাঙ্গ হলো
শূন্য মাঠে, অতর্কিতে, ছড়িয়ে যায় আরেক খেলা!
সর্বনাশের কাছে আমার ভুলত্রুটিময় জীবনযাপন—
অভূমিতল অন্ধকারে নুয়ে পড়ছে দগ্ধ বেলা।

বুকে আমার মুখ রেখেছি; বুকে আমার একলা পাখি
হঠাৎ উঠলো ছট্‌ফটিয়ে...শাদা ডানায় রক্ত ঝরে;
বোবা পাখি—গরবনেদী—সারাজীবন অস্ত্রবিহীন
নিরাসক্ত যুদ্ধ ক'রে একলা বাঁচে, একলা মরে।

২.

মাথার একদিকে স্মৃতি, অন্যদিকে ধাতব করাত
বারংবার কেঁপে ওঠে—কাঠের গুঁড়োর গন্ধে
ভরে যায় ঘরের বাতাস।
তরল তামার রঙ্ লেগে আছে দগ্ধ করতলে;
পোড়াকাঠ, মায়া, ছাইপাঁশ...
এইসব পড়ে আছে।

এখন অনেক রাতে গুপ্তঘাতকের
আনাগোনা শুরু হলে, ধাতুশৈত্য নড়ে ওঠে আঙুলের হাড়ে;
মাথার একদিকে শান্তি, অন্যদিকে খর কাগজের
কর্কশ গভীর টানে শিকল নাড়ার শব্দ—দ্রুত—বারেবারে!

শিকড়ে ছেয়েছে দেহ

বয়স বেড়েছে নাকি! লতা-গুল্মে ছেয়েছে শরীর।
রক্তের ফেনায় পাই টের
শিকড়ের নড়াচড়া, শিকড়ের আড়াআড়ি টান...
অতল ঘূর্ণির দিকে ছুটে যায় রক্তস্রোত, করজোড়ে যায়।

খসে ত্বক, উড়ে যায় সাবলীল; বাতাসের নুনে
ধাতুর মূর্তিতে জং ধরে আজ। ধাতুর নিষ্পাপ
শিশুটি ভেঙেছে ঐ! ওকে ডাকো, টেনে নাও বুকে—
আহারে, তোমার দিকে নুলো হাত তুলে ধরে ও যে!

শিকড়ে ছেয়েছে দেহ—ফাটে হাড়, নুয়েছে কাঁকাল...
বয়স হয়েছে নাকি! বহমান রক্তে পাই টের
লতা-গুল্মে করতালি, লতা-গুল্মে আড়াআড়ি টান—
শীতল ঘূর্ণির দিকে ভেসে যায় উজ্জ্বলতা, সফলতা যায়॥

মগজের রক্ত-চলাচলে

ত্বকে নয়, মগজের রক্তময় খাদে
চলাফেরা টের পাই। কোন্ দিকে, কোন্ দূর দেশে
ভাঙে বাঁধ! নোঙরে কি টান পড়ে! নামে ধ্বস, ভাসে
মন্দিরের বিগ্রহ কি! টেরাকোটা, ফুল, বেলপাতা
পুরুতের খড়মও কি ভেসে যায়, কোষাকুষি যায়!

আলো-অন্ধকারময় মগজের আড়াআড়ি কোনো
কাঠের সিঁড়িতে শব্দ। কারা নামে, কারা উঠে আসে?
পরিচিত? না কি কোনো গুপ্ত সমিতির
ধোঁয়ার ভিতরে দেখা! না কি মাঠে, কুয়াশায়!
টান পড়ে, বুঝি—
ধারাবাহিকতাময় এ-জীবন করতলগত
কখনো ছিলো না; ছিলো মগজের রক্ত-চলাচলে।

বহুকাল পরে আজ মুখোমুখি হলে,
সারা মুখে কাটাকুটি, সারা গায়ে অসংখ্য গর্তের
অন্ধকার চোখে পড়ে। গলিপথ! আর দু'টি পলকবিহীন
শাদা চোখ চেয়ে থাকে, ঢুকে যায় মগজের খাদে।

টান পড়ে নোঙরে, বা নামে ধ্বস, ভাসে
মানুষের কাছাকাছি বেলপাতা, পবিত্র বিগ্রহ॥

ঘোড়া

ছুটে যায় শাদা ঘোড়া, শিরস্ত্রাণ ছিঁড়েছে বাতাস।
হাঁটুতে রক্তের দাগ, বাম-উরু ফেঁসে গেছে, অশ্বারোহী লাফায় পরিখা;
যতদূর চেয়ে দেখে—উজ্জ্বল তারের জাল,
দুটো-একটা পাখি বসে আছে...
ও পাখি জানে না কিছু; তারের জটিল টানে
খবরাখবর শুধু রুমাল ওড়ায়—
বিদায়, বিদায় তবে—বাম-উরু ফেঁসে গেছে,
ধাবমান অশ্বারোহী; না কি ঘোড়া দেখেছে আগুন!

ও চোখে কি বিষ ছিলো! শালবন নীল হয়ে গেছে।
বন থেকে বনান্তরে উজ্জ্বল ধাতুর তার...
তারের ভেতরে,
অন্ধকার ছেনে তুমি ক্রমাগত আঁধার পেয়েছো।
ও আঁধারে ফাটে বীজ, বীজের বিস্ফারে ফুল...
ফুলের রহস্যে
শাদা ঘোড়া ছুটে যায়, হাঁটুতে রক্তের দাগ,
ফাঁসা উরু, শিরস্ত্রাণ ভেঙেছে বাতাস।

মানুষ

১.

মানুষ কি ভাবে যাবে! শৈশবের অর্ধস্ফুট বীজ
আজো তা'র করতলে; আজো তা'র পরিকীর্ণ চুল
ফুলে ওঠে দিগ্বিদিকে: আঙুলের স্পর্শকাতরতা,
আশরীর জেগে থাকে! নীলাভ জড়ুল
জঙ্ঘাদেশে ভাসমান, বজ্রচিহ্নে। মানুষ কি ভাবে
তবে যাবে! বুকে তা'র ঝুলে আছে কবেকার তৃপ্ত মুথাঘাস...
স্বপ্নময় দু'টি চোখে শৈশবের নির্জন প্রচ্ছায়া
ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে আছে।

মানুষের সারা গায়ে লেগে আছে মানুষের দুর্নিরীক্ষ্য আঁশ॥

২.

আমাকে দিয়েছো শান্তি, অবিকল মানুষের মতো।

উজ্জ্বল অস্ত্রের নিচে মানুষের মৃত্যু হয়, তবু
অস্ত্রের উজ্জ্বল স্পর্শে মানুষ রয়েছে আজো বেঁচে;
মানুষের বাঁচা-মরা, মানুষেরই বাঁচা-মরা শুধু...
আমাকে দিয়েছো শাস্তি, অবিকল মানুষের মতো।

পশু বা পাখির কথা আমিও শুনেছি কিছু—মেটে বা কাগজে
পুতুলের মতো নয়; কম-বেশি মানুষেরই মতো
পশু-পাখি বেঁচে থাকে, পশুপাখি মরে যায়। যেন,
জন্মের পাঁশুটে জাল ঘিরে থাকে ওদেরও সম্বিৎ
মানুষের মতো—ছার মানুষের মতো নয় তবু...
আজীবন বেঁচে থাকে, আজীবন মরে থাকা মানুষেরই শুধু॥

বালক জানে না

আকাশ যে নীল নয়—পাখি জানে, ঘুড়ি কিছু জানে
দু'হাতে লাটাই ধরে যে বালক সারাবেলা মাঠে-মাঠে ঘোরে
যে জানে আকাশ নীল, তা'র দু'টি দীর্ঘ চোখে ভেসে থাকে ম্লান জলকণা।

জলের ভিতরে ঐ, আমাদের বালক-বয়স...
ঘুরন্ত লাটাই হাতে, একা-একা, সারাবেলা আকাশের দিকে
চেয়ে থাকে। আকাশ যে নীল নয়, ঘুড়ি জানে, পাখি জানে—বালক জানে না।

তিনি

মাটির অনেক নিচে, আমার স্নানের জন্য,
ঠাণ্ডা জল মজুত রয়েছে—
তিনি রেখেছেন।
তিনি সর্বশক্তিমান,
তাঁর শান্ত চোখের ইঙ্গিতে
বজ্র ও বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি নামে রাঢ়ের খরায়।

মাঝরাতে ফেরিঘাটে শোনা যায় মন্দ্র কণ্ঠস্বর:
চলে আয়,
চলে আয় ওরে—
জোছনায় রুপোলী জলে গাল রেখে শুয়ে আছে
তাঁর দীর্ঘ ছায়া।

কারুকার্যময় দু'টি চোখ থেকে জল পড়ে:
কতদিন সঙ্গিহীন আছি!
চলে আয়, চলে আয় ওরে—
অনন্ত জলের নিচে, ঘর বেঁধে নিঃসঙ্গ দু'জনে,
সুখে থাকা যাবে।

তিনি সর্বশক্তিমান—এতো অনুনয় তাই
তাঁকেই মানায়।

বিদেশী মানুষ

রাতের পোষাক থেকে ঝরে জল—রাত্রে হলো বৃষ্টিপাত খুব;
সারারাত, তোমার গম্ভীর মুখ ভিজেছিলো বৃষ্টিজলে! ...চোর
মধ্যরাতে এসেছিলো—নিয়ে গেছে আলোকিত কাঠের জাহাজ।
শেকলের ঠাণ্ডা দাগ সারা গায়ে লেগে আছে!
করতলে ভোর
লেবুর নির্জন গন্ধে ভরে যায়।
বিদেশী মানুষ -একা--রাখে হাত শান্ত লেবুফুলে।

'সারারাত বৃষ্টি হলো'--ওকে বলি—'ভিজেছিলো রাতের পোষাক।
তোমার গম্ভীর মুখ ভেজা, ঝরে পড়ে জল।
জাহাজের বাঁশি
মধ্যরাতে বেজেছিলো—লম্বা, টানা...
ভেসে গেছে রত্নময় কাঠের জাহাজ;

বিদেশী মানুষ—একা--তুলে নিলো লেবুফুল,
মুখে তা'র শেকলের আড়াআড়ি দাগ।

উপাংশুহত্যা

কালো পাথরের পাশে, পাশাপাশি, ফুটে উঠলো তিনটি গোলাপ।
গোলাপের অহঙ্কার ছুঁয়েছে পাথর ঐ, শিলাজতু লেগেছে গোলাপে।
বাতাসে নখের শব্দ—মানুষের কণ্ঠস্বর, বহু দূরাগত...
ভোরের বাতাসে আজ, একে-একে ভেসে যাচ্ছে
আমাদের কবচ, কৌপীন।

ঠাণ্ডা, কালো পাথরের পাশাপাশি ফুটেছিলো শীতল গোলাপ।
পাথরের দীর্ঘ ছায়া, গোলাপের প্রতিহিংসা
ডেকে নিয়ে যায় দূরে, উপাংশুহত্যায়...
নীল দস্তানার নিচে, একে-একে বেঁকে যাচ্ছে দশটি আঙুল,
নীল দস্তানার নিচে ফুলে উঠলো করতল—
কালো রক্ত, তর্জনীর নখে!

মানুষের পাশের চেয়ার

মানুষের পাশের চেয়ারগুলি কি রকম, আমি আজো তেমন জানি না।
দূর থেকে লক্ষ ক'রে কেঠো বলে মনে হয়,
নিরুত্তাপ বলে মনে হয়।
ঐ সব চেয়ারে আমি কোনো দিন বসিনি, কেবল
মনে হয়, একদিন বসা যাবে—হয়তো বসা যাবে।
হয়তো একদিন আমি সবুজ রেক্‌সিনে ঠেক্‌ নিতে পারি;
কাল্‌চে-ধরা মসৃণ হাতলে
হাত রেখে, গল্পসল্প ক'রে গেলে টের পেতে পারি
ঐ সব চেয়ারের আখুটে গহ্বর
বসবাসযোগ্য কি না, বনে কি না,
কি রকম নির্ভরযোগ্যতা...
ঐ সব চেয়ারের মিশরী-ধাঁধাঁর মতো সরল মায়ায়
মানুষ কি ভাবে থাকে এ রকম বশীভূত হ'য়ে।

আজো শুধু দূর থেকে ঐ সব চেয়ারের ইন্দ্রিয়স্পন্দন,
ঐ সব চেয়ারের টানা ও পোড়েন
বুঝে নিতে চেষ্টা করি; মনে হয়, দূরত্বের শব্দহীনতায়
শীতের হলুদ পাতা ঝরে যায়। ও সহসা, করাত টানার
খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনে, মনে হয় একদিন, জ্যোৎস্নালোকে, পরীরমণীরা
ভূতুড়ে গাছের নিচে খেলেছিলো স্বপ্নকূট সর্বনেশে খেলা।

টেবো

১.

ক্ষীণজীবী চাঁদ আজ শেষরাত্রে উঠে এলো, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম-
কাঠের কঠিন শব্দে জেগে উঠে দেখি ঐ নক্ষত্রখচিত
অন্ধকারে চলে যায় জেট্‌প্লেন; ঐ লাল দ্রুততার পাশে
ক্ষীণজীবী চাঁদ আজ শেষরাত্রে উঠে এলো, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম-
ধাতুর মসৃণ স্পর্শে জেগে উঠে দেখি ঠাণ্ডা চাঁদের উত্থান।

২.

ভেতরে কে আছো? দাও সাড়া।
চারিদিকে কাঠের পাহারা
সাড়াহীন। ...কাছে-দূরে পদশব্দ—মানুষের নয়,
তবে কার! হিমের বলয়

ছুঁয়ে আছে মাথা, ঘাড়। কে আছো ভেতরে?
দাও সাড়া।
চারিদিকে কঠিন পাহারা
নিঃসাড় কাঠের।...
কোনো সাড়া নেই বাহিরে-অন্তরে।

টিঁকে থাকা

গতবছরে রোপণ-করা গোলাপ গাছে আসছে কুঁড়ি...
আমায় তুমি আরো একটু সময় দিলে গুছোবো ঠিক
জীবনটাকে। শক্ত কাজ—এটাও চাই, ওটাও চাই·
তা'র মানে তো সাংসারিক সুখ-সুবিধে, পদ্য লেখা!

উড়ছে বালু, ভাঙলো টিলা...মরুভূমির কাছেই শেখা,
সারাটা দিন বালুর নিচে নিশ্চেতন সরীসৃপ!
তা'র মানে তো টিঁকে থাকাই জবর কাজ--ঘরজামাই
সাংসারিক সুখ-সুবিধে, পদ্য যেন নষ্ট ছুঁড়ি!

আমায় তুমি আরো একটু সময় দিলে শিখতে পারি
দুই-দুগুণে দুয়ের মজা--এটাও হয়, ওটাও হয়...
সারাটা দিন বালুর নিচে, অন্ধকারে, নিশ্চেতন -
তা'র মানে তো টিঁকে থাকাই—অন্যনাম, আত্মক্ষয়॥

হাঁস ও বালক

উড়ে যায় হাঁস; তা'র চিরমায়াময়তার দিকে
নির্নিমেষ চেয়ে থেকে বালকের দু'টি চোখ হয়ে যায় হাঁস!
ভাসমান পালকের নেমে আসা,
নীলিমায় ভেসে যাওয়া তা'র—
বিকেলের শান্ত রোদে এইসব দেখেছে বালক।

চঞ্চল হাঁসের দিকে চেয়ে থেকে ওর বড় অভিমান হয়...
জলের ছলাৎ শব্দ বুক ভেঙে উঠে আসে;
জাহাজের ভাসন্ত কেবিনে
বালক ঘুমিয়ে থাকে—
আচ্ছন্ন পালকগুলি সারারাত স্বপ্নে-স্বপ্নে ঝরে!

উড়ন্ত হাঁসের দিকে চেয়ে থেকে বালকের শোক হয়;
যা-কিছু নির্জন,
যা-কিছু অতীত, ঝাপ্‌সা,
পাহাড়তলীর ছায়া, চিত্রিত পাথর...
নিঃশব্দ জলের টানে ভেসে যায় সবকিছু:
গোধূলিবেলায় শুধু ঘন হয়
ব্রতচারী হাঁসের আকাশ॥

খেলার পোষাক

পদতলে তীক্ষ্ম কাঁটা, টের পাই, স্থির হয়ে আছে।
বহুদূরে, সবুজ গ্যালারি থেকে উড়ে যায় ছিন্নভিন্ন নিউজ পেপার
অন্ধকারে...আর একা, খাঁখাঁ মাঠে ভূতগ্রস্ত সময়যাপন–
শান্ত হাতে, একে-একে, ছিঁড়ে ফেলি রঙিন বোতাম।

ছিলো যারা কাছাকাছি, নব্বুই মিনিট ব্যাপী জয়ে-পরাজয়ে,
উজ্জ্বল আলোর বৃত্তে ওরা সব কোলাহল নিয়ে
চলে গেছে। বেজেছিলো বিদায়ী হুইশ্‌ল্‌,
দীর্ঘ, টানা...শুয়ে আছি, মনে পড়ে মূঢ় করতালি।

নিঃশব্দে শিশির ঝরে, খোলা বুক ভিজেছে শিশিরে—
সেই কাঁটা নড়েচড়ে! অকস্মাৎ, আঞ্চলিক মাঠে
বৃষ্টি নামে: শুয়ে থাকি, একা-একা, ঠাণ্ডা, ভেজা নখে
খুঁটি ব্রণ: প্রবল বৃষ্টিতে ঐ ভিজে যাচ্ছে
পরিত্যক্ত খেলার পোষাক।

উল্কি

শূন্য খাঁখাঁ ঘর ভরেছে আবছা কুসুমগন্ধে
সমস্তদিন একলা কাটে, কখন নামে সন্ধে
তা-ও বুঝি না...গন্ধে ভরা তোমার তুমুল চুল কি
জাপ্‌টে ধরে সারা শরীর! এবং অগ্নি-ফুলকি
নিসর্গময় ছড়িয়ে যায়, কিসের অভিসন্ধি—
হঠাৎ এসে ত্রস্ত করে বন্য কুসুমগন্ধ।

কি যে আমার লক্ষ্যগোচর, নাম-না-জানা ফুল কি!
স্পর্শকাতর শরীর-ভরা তন্মনস্ক উল্কি:
জমকালো ঐ অগ্নিকণা—দু' চোখ হ'লো অন্ধ,
আর সহসা জব্দ করে দূরের সোঁদা গন্ধ
কী যে আমার ভালো লাগছে, কিংবা সে-ও ভুল কি!
সমস্ত গা ঠুক্‌রে বেড়ায় আথালপাতাল উল্কি।

যেতে হবে

যেতে হ'বে ছিঁড়ে-ভেঙে. সরাসরি না হলে আবার
একই পথে ফিরে আসা. বারংবার। মানুষের হাত
রেখেছে পিছনে টেনে. অপরাধে. শুশ্রূষায়. প্রেমে...
যেতে হ'লে. ছিঁড়ে-ভেঙে যেতে হ'বে। খিন্ন পিছুটান
আন্তরিক চেরা-কণ্ঠে বলেছে 'এখানে থাকো. ঘুমে
কিংবা আধো-জাগরণে—স্পর্শকামী ধাতুর খাঁচায়।'

ছোঁয়াচ কাড়ার মধ্যে বেড়েছে যে. সে-ও জানে ছোঁচা
মানুষের প্রকৃতি কি! মানুষের নুন্নুড়ির রস
কোনদিকে বহে যায়...ভেজা নুর. অভিলাষ তা'র—
মানুষের—কতখানি ছোঁয়ালেপা, কতটা পলিত।

এই স্রাব. প্রতিবেশ—এইসব ফাঁস ছিঁড়ে ফেলে.
যেতে হ'লে. সরাসরি যেতে হ'বে। মানুষের হাত
রেখেছে পিছনে টেনে. অপরাধে. শুশ্রূষা ও প্রেমে...
দামড়া পিছুটান ভেঙে যেতে হ'বে. যদি যেতে হয়।

যে যায় সে ফেরে না

মানুষের জন্য দুঃখ, মানুষের জন্য অভিমান
আমারও তো হয়েছিলো একদিন। আজ কিছু নেই,
আজ একা, একা-একা, চলে যাচ্ছি; যেমন গিয়েছে
আমাদের একা বোন, আমাদের একা বাল্যকাল।
টান নেই, দুঃখ নেই—শুধু এক কাগজের পাখি
চুপচাপ বসে থাকে; ওর কোনো সুখসাধ নেই—
গান নেই; প্রাণ আছে; কাগজের হলুদ সমাধি..
সমাধির স্তব্ধতায় উড়ে যায় কয়েকটি ফড়িং,
সমাধির স্তব্ধতায় গুঁড়ো হয় দষ্ট এপিটাফ!

কাগজের পাখি ঐ সমাধির স্মৃতিহীনতায়
একদিন ডেকেছিলো—আজ সে-ও শান্ত এই হাতে
শব্দহীন বসে আছে। লক্ষ করে, কেমন চলেছি
একা-একা...দুঃখহীন, টানহীন, অভিমানহীন,
যেমন গিয়েছে চলে ছোট বোন, ছোট বাল্যকাল॥

পান্থশালা

কী উজ্জ্বল পান্থশালা চোখে পড়ে!
অবশেষে আজ
অবসর এসেছে কি!
অবসর—তোমার-আমার!
সরাইখানায় ওরা আলোচনা করেছিলো
আমাদের বিবাহ-বিষয়ে;
আমাদের ফাঁপা, গোল হাড়
অন্ধকারে বেজে যায়।
আর বোবা শিশুটি এখন—
আমাদের মলিন শিশুটি
মৃত কবুতর নিয়ে খেলা করে ওপাড়ায়
ধান নিয়ে খেলে—
স্বপ্নের খামার থেকে সে কি ধান নিয়েছিলো খুঁটে!

শিশুদের করজোড়

শিখা কাঁপে, ওড়ে ছাই, হাতের বাতাসে আজ,
যে ক'টি আগুন
ওরা জেবলে দিয়েছিলো—একে-একে নিভে যায়,
ম্লান তাপ দগ্ধ করতলে!
ওঠা-নামা করে টুঁটি, কণ্ঠনলী খর—
আর শীতের বাগানে
শুকনো পাতা উড়ে যায়, ওড়ে ধুলো।

হলুদ জাম্পার পরে শিশুদের দলে
আমিও মিশেছি;
দেখি, নতমুখ শিশুদের করজোড় আজ
মৃত মানুষের দিকে টান-টান ঝুঁকে আছে!
শিশুদের মনে
হাতের বাতাসে আজ ওড়ে ছাই, কম্পিত আগুন...

বিশাল বাগানে শুধু রঙিন পোষাক থেকে
দীর্ঘ উল খুলে যায়
শূন্যে, অকারণে।

প্রিয় সাবানের গন্ধ

স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে, মধ্যরাতে, রহস্যের চুল
শব্দহীন ঝরে যায়। কা'র চুল! কোন্ স্বপ্ন থেকে
ঐ চুল উড়ে এলো বাতাসবাহিত হয়ে! যেন
প্রিয় সাবানের গন্ধে মনে পড়ে দুঃখসুখসাধ
ছিল তা'র।... একা-একা জেগে থাকি; স্পর্শকাতরতা
আজ নেই; চারিদিকে ক্ষয়া মোম, ভাঙা এপিটাফ,
আর নষ্ট, ঝাপ্সা মুখ। দেখি দূরে, শব্দহীনতায়
অন্ধকার জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছে একাকী প্রদীপ।

স্মৃতি-বিস্মৃতির শেষে, যেন এক, বল্লমের ছায়া
আড়াআড়ি পড়ে থাকে। কবেকার উৎকীর্ণ-অক্ষরে
আজ স্তব্ধ গ্রীষ্মরাতে, অকস্মাৎ, রহস্যের চুল
বাতাসতাড়িত হয়ে— না কি কারো গভীর কৌতুকে—
ভেসে যায়! পাথরে জলের শব্দ...সুখ, দুঃখ, সাধ
কিছু নেই। মোমের আগুনে জ্বলে সীমান্ত-আঁধার।

নিঃস্বপ্ন, একাকী

রাতের গোপন পথে সঙ্গিহারা, নিঃস্বপ্ন শিশুর
অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যায়। ও শিশু কাদের!
একা-একা, মধ্যরাতে, স্তব্ধ, মৃত বীজ নিয়ে আলো ও তিমিরে
দু'টি শান্ত হাত তা'র প্রসারিত হয়ে থাকে; ঠাণ্ডা করতলে
শক্ত, কালো রক্ত ছুঁয়ে আছে তা'র নষ্ট স্মৃতি,
ছুঁয়ে আছে সমাধিফলক।

রাতের মায়াবী পথে ঝরে জল, মরা পাতা,
খড়কুটো, পাখির পালক...
একাকী বালক হাঁটে সারারাত পথে-পথে। কী এক ইশারা
গাছের বিষাদে ওকে কেন ডাকে! গভীর মর্মরধ্বনি ওকে বলে:
'ফাটে বীজ, বীজের নিয়মে—
যাও তুমি গুপ্তদেশে, ঐ দেশে কর্পূরে ও মোমে
স্বপ্ন পাবে, সহচর পাবে।'

মধ্যরাতে, পরিণতিহীন, টানা শিশুর পায়ের শব্দ
শোনা যায়;
ও শিশু কাদের!
দু'টি ঠাণ্ডা হাত তা'র ডানার মতন কাঁপে,
মৃত শালিকের
গলার খয়েরি লোক ওকে ডেকে নিয়ে যায় গুপ্তদেশে,
পাথরের উৎকীর্ণ-লিপিতে।

যাও

হৃদয়ের দিকে যেতে দ্বিধা হয়; হৃদয় আমাকে
এ জীবনে কতবার করুণায়, আর্দ্রতা ও স্নেহে
নির্দেশ করেছে যেতে ঐ পথে—গন্ধেস্নো ফুলের
শুভ্রতায় ঢেকে গেছে সেই পথ। কিংবা আরো দূরে,
বিস্তীর্ণ বালুর পথে হেঁটে যেতে বলেছে সে, জানি
ঐ পথে চোরাবালি, ঐ পথে দিক্‌চিহ্ন নেই।

লক্ষ্যহারা পথে-পথে ঘুরেছি তো, শকটবিহীন
আমাদের চলাচল ছিল ভালো, কিংবা ভাসমান
পরিণতিহারাভাবে চলে যাওয়া নীলাভ মায়ায়,
এইসব ছিল ভালো—কিন্তু হায়, বয়স ফেরে না।

দ্বিধাময় আজ শুধু হৃদয়ের দিকে হেঁটে যাওয়া,
অথবা রয়েছি স্থির—লুপ্তস্মৃতি বাল্যকাল—আসে,
হৃদয়ের খঞ্জ দূত, বলে, 'যাও, গন্ধেস্নো ফুলের
শুভ্রতায়, কিংবা দূরে, বালুময়তার দিকে যাও।'

বাগান

মানুষের জন্ম হলে, পাশাপাশি জন্ম নেয় ব্যাপক বাগান;
ক্রীড়াভূমি মানুষের, বধ্যভূমি তা'র...
মানুষের সাথে-সাথে বেড়ে ওঠে সে-বাগান,
গাছের শিকড় তা'কে বেঁধে রাখে এইখানে,
বলে, 'মায়া—দূরত্বের টান।'
বিশাল বাগান তা'কে ঘিরে থাকে আজীবন;
নিজস্ব বাগানে,
মানুষ এভাবে থাকে—গাছের শৃঙ্খল তা'কে টেনে রাখে এইভাবে—
মানুষ যতই বাড়ে, পাশাপাশি বাগান বেড়েছে।

ভরা রাতে ঘুম ভাঙলে ত্রস্ত নীল আলোর ভেতরে
বাগানের ওড়াউড়ি দেখেছে মানুষ না কি!
স্বপ্নে পোড়া চোখে,
গাছের সবুজ অগ্নি দেখেছে সে—দেখেছে সে,
পাখি ওড়ে. খসে স্তব্ধ ডিম...
দশদিক ব্যেপে ঐ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়
হলুদ জীবন:
মধ্যরাতে এইসব...প্রোথিত শিকড় এসে,
গুপ্ত ঘাতকের মতো,
ঢুকে যায় মানুষের গম্বুজের ভিতে।

থাকে

সুখী মানুষের পাশে বসে আছে বিভ্রান্ত মানুষ,
ওর কোনো দাহ নেই, ওর কোনো পর্যটন নেই।
বিশাল অস্পষ্ট দুঃখ ওকে খুঁড়ে যায় রাত্রিদিন,
বিশাল অস্পষ্ট দুঃখ ওকে কুরে খায় রাত্রিদিন।

দিনগুলি পচে যাচ্ছে, ওর মাথা ভরেছে পাথরে;
চলচ্ছক্তিহীন ও যে পড়ে আছে সুখী মানুষের
স্পর্শকাতরতা ছুঁয়ে! ওর কোনো পরিত্রাণ নেই—
বিশাল অস্পষ্ট দুঃখে ওকে ঝাঁজরা করে সারাদিন।

ফুলের বিস্ফারে সে কি জেগেছিলো একদিন! আজ
গোলাপের অভিমানে জীবন ভরেছে তা'র। আনন্দবিহীন
দিন আসে, দিন যায়... চারিদিকে, যা কিছু মৃতের—
বিশাল অস্পষ্ট দুঃখ ওকে জব্দ করে রাত্রিদিন।

সুখী মানুষের স্পর্শে কি ভাবে যে বসে থাকে গম্ভীর মানুষ!
ওর কোনো জ্বালা নেই, ওর কোনো অভিলাষ নেই—
শুধু দু'টি ঠান্ডা চোখ ওকে লক্ষ করে রাত্রিদিন,
শুধু দু'টি ঠান্ডা চোখ ওকে কেন ডাকে রাত্রিদিন!

বিদেশী জাহাজ

ভালবাসা পেলে আমি ফিরে যাবো; না পেলে আবার,
বারবার ফিরে আসবো, গল্প করবো, ম্যাজিক দেখাবো;
তোমার শরীর থেকে ভেসে আসে কাঁঠালিচাঁপার
নিবিড় হ্লাদিনী-গন্ধ—কেঁপে ওঠে স্তব্ধ, শাদা নখ।

যদি হাত স্পর্শ করো, ফিরে যাবো; না করলে বারবার
ফিরে এসে বলে যাবো: এই হাতে পাপ নেই কোনো;
নেই কোনো নিঃসরণ, নষ্টবীজ—শুধু প্রীতিহীন
হাত থেকে উড়ে যায় কবেকার শুকনো তিলফুল।

তোমার ঘুমন্ত চোখে, চোখ রেখে, জেগে থাকি; আর
চিক্কণ, সম্ভ্রান্ত ঠোঁটে মাছি বসলে ফুঁ দিয়ে ওড়াই।
জেগে উঠলে ভয় পাবে, এই জেনে, অন্ধকার হই—
স্পর্শহীন, শব্দহীন অন্ধকারে ভরাই তোমাকে...

এসব জানো না তুমি; তুমি শুধু স্বপ্নের সোনালী
জলের বেগার্ত টানে ভাসো, যেন বিদেশী জাহাজ।

যেতে হবে

যেতে হ'বে, সব কিছু ছেড়েছুড়ে, হেমন্ত যে ভাবে
ফাঁকা মাঠ ছেড়ে যায় আরো এক নিঃস্বতার কাছে,
কবিতা যেমন যায় প্রতীকের উপাসনা ভেঙে,
পথের কুকুর ছেড়ে চলে যায় ভিখারী যেমন...
সেভাবেই যেতে হ'বে। যেন এক কম্পাসবিহীন
জাহাজের ডেক থেকে দেখা যায় দিক্‌চক্রবাল
ধূসর, ধূসরতর যেন এক কম্পমান আলো,
দূর থেকে আরো দূরে চলে যায়; কী এক ইশারা,
কী এক জন্মান্ধ টান—আড়াআড়ি—জীবনযাপনে!

ঘর-গেরস্থালি ছেড়ে যেতে হ'বে—সহসা কখন
চড়ুই যেমন যায় খড়কুটো, তাজা ডিম ছেড়ে,
সেভাবেই যেতে হ'বে; একদিন ভিখারী যেমন
এটা-সেটা ফেলে রেখে চলে যায় নির্লিপ্ত ভিক্ষায়...
সেভাবেই চলে যাবো, দুঃখ থেকে অন্তহীন শোকে।

কবির মৃত্যু

অদ্ভুত শূন্যতা এসে আমাদের ভারি জব্দ করে;
যেন সে শূন্যতা নয়, যেন তা'র টানা ও পোড়েনে
কবেকার অভিলাষ, পদচ্ছাপ, দণ্ডিত কাপাস
স্তূপাকার হ'য়ে আছে। মাঝে-মাঝে গোপন দর্পণে
জেগে ওঠে বনাঞ্চল, নদীতীর, খেয়াপারাপার...

নিস্পৃহ কাচের স্পর্শে আমাদের খর্বুটে আঙুলে
বিপুল কামনা এসে জড়ো হয়। বিদায়কালীন
সঘন চোখের কথা মনে পড়ে। সহসা শূন্যতা...
আগুনের অন্ধকারে চলে যান পিছুটানহীন,
তৃপ্তি ও অতৃপ্তিহীন, সঙ্গিহারা; শুধু পড়ে থাকে
উজ্জ্বল তিমির, ঢেউ, পদচিহ্ন, রক্তাক্ত মর্মর—
অদ্ভুত শূন্যতা তাঁর আমাদের ভারি জব্দ করে,
যেন সে ভরাট কিছু, আছে যার টানা ও পোড়েন।

অচ্ছোদসরসীজলে

একটি হাঁসের মতো, দূর বাল্য, অচ্ছোদসরসী
জলে একা ভেসে যায়—চরাচরে মেঘের আঁধার,
চরাচরে যেন এক শেষহীন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে!
একটি গভীর হাঁস—ঠাণ্ডা, শুভ্র গ্রীবার পালকে
আছে কার করস্পর্শ, আছে কার বিদায়কাহিনী...
সে কি ঐ জলতলে নীলিমার পুরোনো পাথর!
অচ্ছোদসরসীজলে স্মৃতিহারা বালকবয়স
একটি হাঁসের মতো ভেসে যায় দুপুরবেলায়।

কম্পাসবিহীন এক কাগজের জন্মান্ধ জাহাজ
বালকের হাত থেকে জলে নামে; হাঁসের নিয়মে
ধবল জাহাজ ভাসে; দিগ্বিদিকে, ঘন চরাচরে
অপরূপ বেদনায় জাগে শান্ত ঝিকিমিকি বেলা!
তখনই আঁধার নামে—পাশাপাশি হাঁস ও জাহাজ
অচ্ছোদসরসীজলে ডুবে যায় পাথরের টানে॥

শাদা মোম

শাদা মোম, আমার অসুখ তুমি জানো না কি!
মধ্যরজনীতে
এই যে রয়েছি জেগে, একা-একা, অভিশপ্ত, এই স্তব্ধতায়
কেন, তা কি তুমি জানো!
না কি তুমি কেবল নিজের
জ্বলন্ত রূপের মোহে অহঙ্কারী! অহঙ্কার তোমাকে মানায়-
তোমার নিঃশব্দ হ্রাস মহীয়সী করেছে তোমাকে।

আমার মলিন ক্ষয় তুমি জানো! শাদা মোম,
তোমাকে নিভিয়ে
বারবার ঘুমোতে চাই...তোমার শিখার কাছে
যেই মুখ নিচু করে আনি,
তখনই তো, তোমার মাঙ্গল্য তাপ শরীরে ছড়িয়ে যায়;

তোমার ক্ষয়ের
নীরব রূপের দিকে চেয়ে থেকে টের পাই কত দুঃখহীন,
জয়-পরাজয়হীন তুমি—যেন কখনো তোমার
মৃত্যু নেই...
তবুও তো, শাদা মোম, অবশেষে নিভে যাও তুমি—
তোমার নিস্পন্দ শেষে, হাত রেখে,
তখনো তো জেগে থাকে
একজন পরাস্ত মানুষ!

যেতে চাই

বৃষ্টির ভেতরে ঐ জবাগাছ, আমি তা'র ক্ষমা ও সারল্যে
যেতে চাই।...এই ঘর, ভূতে-পাওয়া সারাদিন, বিছানা ও কাঠের টেবিল,
নষ্ট মোম, আধখোলা কলমের নিস্তব্ধতা ছেড়ে
চলে যাবো। বৃষ্টির ভেতরে ঐ জবাগাছ আমাকে ডেকেছে
সুখী ফুলে, পাতার আনন্দে। ম্লান এই ঘর, এই যে জীবন,
থেঁতো দিন, ভূতগ্রস্ত শব্দগুলি, চাদর ও নিঃসঙ্গ টেবিল,
ক্ষয়া মোম, ঠাণ্ডা, মৃত খরখরে কাগজ...
সব ছেড়ে, বৃষ্টির ভেতরে ঐ জবাগাছ, আমি তা'র সহজ সরল
ব্যর্থতায় চলে যেতে চাই।